হামলাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের কঠোর বিচার করুন

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ০৭ নভেম্বর ২০১৯

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য ফারজানা ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। হামলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিকসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। হামলার ঘটনার পর এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য জাবি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ করেননি। তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ছাত্রলীগ বলছে, আন্দোলনকারীরা শিবিরকর্মী। জাবি উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানোর জন্য ছাত্রলীগকে ধন্যবাদ জানান। ছাত্রলীগের হামলাকে তিনি ‘গণঅভ্যুত্থান’ আখ্যা দেন।

জাবি ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর থেকেই সাধারণ শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগ দাবি করে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকও তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা যে ন্যক্কারজনক হামলা চালিয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। হামলার সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের প্রতিটি

ক্যাডারকে চিহ্নিত করে কঠোর বিচার করার দাবি জানাই। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি দেখা গেছে, যখনই কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোন দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন তখনই তাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে ছাত্রলীগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও যদি শিক্ষার্থীরা কোন আন্দোলন করে তখনও তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে হওয়া ছাত্র আন্দোলনে তারা হামলা চালিয়েছে। এসব হামলার একটি ঘটনারও বিচার হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিচার করার পরিবর্তে তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। জাবি উপাচার্যও ব্যতিক্রম নন। তিনি একটি পেটোয়া বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মেরে যারা আহত করেছে তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এরপর তিনি জাবির উপাচার্য থাকেন কীভাবে, সেটা ভেবে আমরা বিস্মিত হই। তাকে বরং ছাত্রলীগের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের পদেই মানায়। যে ব্যক্তি ছাত্রলীগের সঙ্গে চাঁদার টাকা ভাগাভাগি করেন তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না।

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে জাবিতে এর আগেও আন্দোলন হয়েছে। দলীয় বিবেচনায় ভিসি নিয়োগ দেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। যতদিন পর্যন্ত দলীয় বিবেচনায় ভিসি নিয়োগ বন্ধ না হবে, ছাত্র-শিক্ষিকদের

লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বন্ধ না হবে, ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরবে না। জাবিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোই ভিসির পক্ষে শোভন কাজ। কিন্তু তার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে শোভন কোন কাজ এমনকি শোভন কোন কথা বলতেও তিনি রাজি নন। পদ থেকে সরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে রাজি আছেন। ছাত্রলীগের গু-া বাহিনীকে পাশে পাওয়ায় তার পদত্যাগের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়েছে। আন্দোলনকারীরাও অনড় অবস্থান নিয়েছেন। এ অবস্থায় সরকার কী ভূমিকা রাখে সেটা দেখার বিষয়। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেছেন, জাবির বিষয়টা প্রধানমন্ত্রীর নজরে আছে। আমরা আশা করব, জাবিতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। বিতর্কিতদের বাদ দিয়ে যোগ্যদের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। আমরা আশা করব, সরকার শিক্ষককে রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দেবে।